৪০টি স্থানে অনুষ্ঠান করে উত্তরবঙ্গের দুটি র‍্যালির সম্মিলন ও সমাবেশ শিলিগুড়িতে (তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ) ২৬ জানুয়ারি ২০২০ (রবিবার), বেলা ১টায়। ২৫-২৬ সমাবেশ স্থলে বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী।

গ) পুরুলিয়া - কলকাতা (পুরুলিয়া - বাঁকুড়া - ঝাড়গ্রাম - পশ্চিম মেদিনীপুর - পূর্ব মেদিনীপুর - হাওড়া - কলকাতা জেলা)

পুরুলিয়া (২৪.০১.২০) - কাঁটাডি - বলরামপুর - বড়বাজার - পুঞ্চা - লালপুর - কমলপুর - ছাতনা - বাঁকুড়া - ওন্দা - বিষ্ণুপুর - গড়বেতা - চন্দ্রকোণা রোড (গোয়ালতোড়) - শালবনী - মেদিনীপুর (মেদিনীপুর গ্রামীণ) (কেশপুর) - খড়গপুর (খড়গপুর গ্রামীণ) - বসন্তপুর - ডেবরা - পাঁশকুড়া - মেছেদা - কোলাঘাট - বাগনান - উলুবেড়িয়া - পাঁচলা - সাঁকরাইল - বকুলতলা - শিবপুর - কলকাতা।

ঝাড়গ্রাম (২৬.০১.২০) - মানিকপাড়া - কুলটিকরি (নয়াগ্রাম) - কেশিয়াড়ী - দাঁতন (মোহনপুর) - খাকুড়দা (বেলদা, নারায়ণগড়)।

ঘ) মুরারই - কলকাতা (বীরভূম - পশ্চিম বর্ধমান - পূর্ব বর্ধমান - হুগলী - উত্তর ২৪পরগণা - কলকাতা জেলা)

মুরারই (১৯.০১.২০) - নলহাটি - রামপুরহাট - মাড়গ্রাম - বিষ্ণুপুর - মল্লারপুর - পারুলিয়া - সাঁইথিয়া - মহম্মদবাজার - সিউড়ি - মাজিগ্রাম - আমোদপুর - লাভপুর - বোলপুর - বিনুরিয়া - ইলামবাজার - দুবরাজপুর - পাঁচড়া - পান্ডবেশ্বর - খাঁদরা (অণ্ডাল - রাণীগঞ্জ - জামুরিয়া - আসানসোল - বার্ণপুর - কুলটি - চিত্তরঞ্জন) - ইছাপুর - দুর্গাপুর - ইস্পাতনগরী - কাঁকসা - গলসি-বুদবুদ - বর্ধমান শহর - বর্ধমান সদর - মেমারি - পাণ্ডুয়া (বাদলা - পূর্ব সাতগাছিয়া - কালনা - ধাত্রীগ্রাম - সমুদ্রগড় -বেলের হাট - পারুলিয়া - পূর্বস্থলী - চুপি) - ব্যাণ্ডেল - চন্দননগর - ভদ্রেশ্বর - বৈদ্যবাটী - শ্রীরামপুর - উত্তরপাড়া - ডানলপ - কলকাতা।

ঙ) মুর্শিদাবাদ - কলকাতা (মুর্শিদাবাদ - নদীয়া - উত্তর ২৪পরগণা - কলকাতা জেলা)

কান্দী (২৩.০১.২০) - বহরমপুর - ডোমকল - জলঙ্গী - করিমপুর - মাঝদিয়া - দত্তফুলিয়া - সিন্দ্রানি - রাণাঘাট - বাগদা - গাংড়াপোতা - বনগাঁ - চাঁদপাড়া - হাবড়া - অশোকনগর - বারাসাত - মধ্যমগ্রাম - বিরাটী - নাগেরবাজার - হেদুয়া পার্ক - কলকাতা।

(কাঁচরাপাড়া ৩১.০১.২০ - হালিশহর - নৈহাটী - ভাটপাড়া - শ্যামনগর - ইছাপুর - ব্যারাকপুর - পানিহাটি - কামারহাটি - বরানগর - কলকাতা।)

(হাসনাবাদ ৩১.০১.২০ - সন্দেশখালি - কলকাতা।)

চ) সরিসা - কলকাতা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা - কলকাতা জেলা)

সরিসা/ফলতা (৩১.০১.২০) - আমতলা - বারুইপুর - গড়িয়া (বজবজ-মহেশতলা) - রাসবিহারী মোড় - কলকাতা।

ছ) বীরসিংহ - কলকাতা (পশ্চিম মেদিনীপুর - হুগলী - হাওড়া - কলকাতা)

দাসপুর (১৮.০১.২০) - ঘাটাল - বীরসিংহ - মনসুদা - পাতুল - আরামবাগ- তারকেশ্বর - শিয়াখালা - মশাট - কালিপুর মোড় - জগদীশপুর - ডোমজুড় - হাওড়া - কলকাতা।

১৬০টি স্থানে অনুষ্ঠান করে দক্ষিণবঙ্গের ৫টি র‍্যালির সম্মিলন ও সমাবেশ কলকাতায় (শহীদ মিনার) ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (রবিবার), বেলা ১টায়। সমাবেশ স্থলে বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী। কলকাতার সমাবেশে সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সদস্য সংগঠনগুলি এবং আমাদের রাজ্যের অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করবে। আপনিও সামিল হোন এই অভিযানে। এই অভিযানকে সফল করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

১৬২বি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

ফ্ল্যাট-৪০১ ও ৪০২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ফোন ঃ ০৩৩ ২২৮৮-৫৬৫৭, ৩২৪৫ ১৪১৫

ই-মেল ঃ pbvmancha@gmail.com ওয়েব ঃ www.pbvm.org.in

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, প্রদীপ মহাপাত্র কর্তৃক প্রচারিত ও শৈলী প্রেস প্রাঃ লিঃ থেকে মুদ্রিত।

সবার দেশ আমাদের দেশ

বিদ্যাসাগর - অক্ষয় দত্ত

বিজ্ঞান অভিযান

১৮ জানুয়ারি - ২ ফেব্রুয়ারি,২০২০

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

১৮২০ খিস্টাব্দ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসন ভার কেড়ে নিয়েছে প্রায় ছয় দশক আগে। টোল-মক্তব-পাঠশালার বাংলায় জন্য কয় সাহেব শিক্ষার নতুন ভাবনা গড়ছিলেন। সেই তালিকায় রয়েছেন উইলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার ও ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। আলাদা করে বলতে হয় লুই ডিরোজিও-র কথা, যিনি গড়ে তুলেছিলেন একদল যুক্তিবাদী উদারমনা যুবক যাঁদের ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল পরিচয়ে আমাদের দেশ চেনে। বাংলার মাটিতে ততদিনে শিক্ষার প্রসারে ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন হাজি মহম্মদ মহসীন, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন। সেই আবহে ১৮২০ খিস্টাব্দে আমরা পেলাম দুই মনীষীকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) ও অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০ - ১৮৮৬)। ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় তিনি একজন শিক্ষা-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক। আর বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে যিনি মগ্ন থেকেছেন এই বাংলায় প্রথম, তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। গ্রাম বাংলার দুই দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয় কুমার দুজনের জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় অল্প কিছুকাল পড়ে দুজনেই এসেছেন কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে। থেকেছেন দুজনে পিতার আশ্রয়ে। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গতিহীন পিতা ঠাকুরদাসের লড়াই এক ভিন্ন ইতিহাস। সে বিচারে অক্ষয় কুমারের পিতা পিতাম্বর দত্ত ছিলেন চাকুরিজীবী। কিন্তু উনিশ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে অক্ষয় কুমার অথৈ জলে পড়েন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে। অক্ষয় কুমার প্রধানত দারিদ্রের কারণেই দ্বিতীয় শ্রেণিতে (বর্তমান অষ্টম শ্রেণি) লেখাপড়া ছেড়ে দেন। ঘটনাক্রমে শোভাবাজার রাজবাড়ির বিশাল লাইব্রেরিতে লেখাপড়ার অনুমতি পেয়ে যান অক্ষয় কুমার। জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের ভাষায় 'বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিক্ সেকশন, ক্যালকুলাস, জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুগোল, শারীরবিজ্ঞান, ফ্রেনলজি প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।' তাই অন্য মনস্বী অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, 'অক্ষয় কুমার নিজে যে লেখাপড়া শিখেন, সেই লেখাপড়া হইতে আমরা অন্তত লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি বা শিখিতেছি।'

একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখেছেন অক্ষয় কুমার। অনবদ্য তাঁর লেখার ভঙ্গী। উজ্জীবিত হওয়ার মতো তাঁর লেখার বিষয়। চারটি গ্রন্থের নাম অবশ্যই করতে হয়। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' মুখ্যত সংস্কারমূলক গ্রন্থ। 'চারুপাঠ' কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ যা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অক্ষয় কুমার উদার ধর্মনীতির প্রয়োজনে রচনা করেন 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থ। কঠোর পরিশ্রমের ফসল তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিমুহূর্তে খড়্গহস্ত। বলা যেতে পারে, তাঁর চিরসখা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় কুমারকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে অক্ষয় কুমারকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করেছিলেন। পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞান সংস্কৃতি নির্মাণের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতার মূল অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন'। বিজ্ঞানমনন ও নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী পুরুষ, সমাজসংস্কারক অক্ষয়কুমার-এর স্বপ্ন ছিল এক কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিসমৃদ্ধ ভারত।

একই স্বপ্ন দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতসাহিত্যে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শিক্ষাচিন্তায় আধুনিকতার প্রচলন ঘটিয়েছেন। ইংরেজী ও বিজ্ঞান উভয় শিক্ষাতেই তাঁর অসামান্য আগ্রহ ছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান, পরিভাষা ও বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ, নারীশিক্ষা প্রচলনে তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা দূর করে আধুনিক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র যতটা মানুষকে নিয়ে ভাবতেন, ঈশ্বর নিয়ে ভাবতেন না। ভারতীয় দর্শনের লোকায়তিক ধারা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন তিনি। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনে বিদ্যাসাগরের কোনো আস্থা ছিল না। 'জীবন চরিত' গ্রন্থে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীদের জীবনকথা লিখেছেন। 'বোধোদয়' গ্রন্থে ঈশ্বরের তুলনায় পদার্থকে তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথম জীবনে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় এবং শেষ জীবনে গড়ে তুলেছেন মেট্রোপলিটন কলেজ।

জন্মের দ্বিশতবর্ষে দুই মনীষীকে নিয়ে আলোচনা সভা, পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ আমাদের প্রধান কাজ। এই কাজে নিরত থেকেছেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার।

আমদের দেশে বিজ্ঞান সংস্কৃতি আজ চরম আক্রান্ত। বেড়ে চলেছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। উদ্ভট ও কাল্পনিক নানা আখ্যানকে বিজ্ঞানের সত্য বলে উপস্থাপিত করার পরিকল্পিত আয়োজন চলছে। অসহিষ্ণুতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের নাগপাশে আবদ্ধ করতে চাইছে মুক্তমনা ভারতীয় মানসকে। গো-প্রজাতির বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রচারে নির্বাক হয়ে পড়ছে খোদ বিজ্ঞানী সমাজ। যে কলকাতা মহানগরে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার সূচনা হয়েছে, সেখানকার নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অপবিজ্ঞানের প্রচারের উদ্যোগ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই ব্যাধি ও আক্রমণ দূর করতে হলে চাই সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। একাজ শুধু জনা কয় বিজ্ঞানকর্মীর কাজ নয়।

তাই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরূদ্ধে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের লক্ষ্যে এবং দেশের গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, উন্নয়ন, বৈচিত্র্য ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার বিষয়কে সামনে রেখে বাংলার নবজাগরণের দুই আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মনীষী - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সারা রাজ্য জুড়ে 'সবার দেশ আমাদের দেশ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'বিদ্যাসাগর - অক্ষয় দত্ত বিজ্ঞান অভিযান' সংগঠিত করছে। সাইকেল র‍্যালি, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা, যুক্তিবাদী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিজ্ঞান অভিযান সংগঠিত হবে । উত্তরবঙ্গে দুটি সাইকেল র‍্যালি ও দক্ষিণবঙ্গে ৫টি সাইকেল র‍্যালি সংগঠিত হবে। আমাদের আবেদন, আপনারা সকলে এই মহতী আয়োজনে অংশ নিন। দেশের বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মকে অপবিজ্ঞানের বিষবাষ্পে কলুষিত করার যে পরিকল্পনা চলছে তা প্রতিরোধ করুন।

রাজ্যব্যাপী আমাদের বিজ্ঞান অভিযান কর্মসূচি নীচে দেওয়া হল -

সবার দেশ আমাদের দেশ

বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত বিজ্ঞান অভিযান

সংশ্লিষ্ট র‍্যালিগুলির রুট, তারিখ, অনুষ্ঠানস্থল, দুটি কেন্দ্রীয় সমাবেশের স্থান ও তারিখ -

ক) তুফানগঞ্জ - শিলিগুড়ি (কোচবিহার - আলিপুরদুয়ার - জলপাইগুড়ি - দার্জিলিং জেলা)

তুফানগঞ্জ (১৮.০১.২০) - কামাখ্যাগুড়ি - ভাটিবাড়ি - আলিপুরদুয়ার (হেমিলটনগঞ্জ) - বানেশ্বর - কোচবিহার (দিনহাটা - দেওয়ানহাট) - সুকটাবাড়ি - নিশিগঞ্জ - মাথাভাঙা (শীতলকুচি - গোসাইয়েরহাট) - জামালদহ - চ্যাংরাবান্ধা - মেখলিগঞ্জ - ময়নাগুড়ি (ফালাকাটা - ধুপগুড়ি) - জলপাইগুড়ি - বেলাকোবা - বন্ধুনগর - শিলিগুড়ি ।

খ) মালদা - শিলিগুড়ি (মালদা - দক্ষিণ দিনাজপুর - উত্তর দিনাজপুর - দার্জিলিং জেলা)

মালদা (১৯.০১.২০)- গাজল - বুনিয়াদপুর - জোড়দীঘি - কুশমন্ডি - কালিয়াগঞ্জ - রায়গঞ্জ - ডালখোলা - পাঞ্জিপাড়া - ইসলামপুর - চোপড়া - ঘোষপুকুর - শিলিগুড়ি ।